সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ■ ৪০তম বর্ষ ■ ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা ■ ভাদ্র-আশ্বিন-১৪২৪ ■ পৃষ্ঠা ৮

২ | কৃষির আধুনিক প্রযুক্তি গণমাধ্যমের.....

৩ | কুড়িগ্রামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত .....

৪ | কক্সবাজার জেলায় মাননীয়....

৫ | রাজশাহীতে সরেজমিন উইংয়ের.....

৬ | মেলান্দহে বিনামূল্যে রোপা .....

জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০১৭ এর উদ্বোধন

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

রাজধানীর ফার্মগেটস্থ আ. কা. মু. গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটোরিয়ামে ৪ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০১৭ এর উদ্বোধন ও ২০১৬ এর পুরস্কার বিতরণ করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম, এমপি। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, কৃষি ক্ষেত্রে আমাদের অনেক সফলতা আছে। আমাদের জায়গা কমছে, তারপরও উৎপাদন বেড়ে চলেছে। কৃষি বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও উন্নত প্রযুক্তি মাঠে সম্প্রসারণের ফলে এটি সম্ভব হয়েছে। এক সময় এ দেশের কৃষকরা সারের জন্য পিছে পিছে ঘুরতে হয়েছে এবং জীবন দিয়েছে। শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় আসার পর সার এখন কৃষকের পিছে ঘুরছে। আমাদের দেশের কৃষকরা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে ফসল উৎপাদন করছে। এজন্য সরকার তাদেরকে ভর্তুকিসহ সার ও বীজ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি বলেন, আমরা কৃষির আধুনিকায়নে অনেক দেশ থেকে এগিয়ে আছি। স্বাধীনতার পর আমাদের ফসলের উৎপাদন

রাজধানীতে জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০১৭ উপলক্ষে অয়োজিত বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন প্রধান অতিথি মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম, এমপি ও বিশেষ অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি

তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বন্যা, খরা, রোগবালাইয়ের আক্রমণ সত্ত্বেও আমরা আমাদের ফসলের উৎপাদন অব্যাহত রেখেছি। এবারের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তা বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, একই প্রণোদনা ও তার পরে পুনর্বাসন কর্মসূচি এ প্রথম বাংলাদেশে (৪র্থ পৃষ্ঠার ১ম কলাম)

পীরগঞ্জে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের মধ্যে আমনের চারা বিতরণ

– কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম, কৃতসা, রংপুর

রংপুর পীরগঞ্জ উপজেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের মধ্যে ত্রাণ ও আমন চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি

২৮ আগস্ট ২০১৭ তারিখ রংপুরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার লালদীঘি আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণ হতে ভারী বর্ষণ ও উজানের ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মধ্যে নাবী রোপা আমন ধানের চারা বিতরণ করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে (৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য সরকারের কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা ঘোষণা করেন

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ২৪ জেলার ৭ লাখ ৭৬ হাজার ২০২ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে কৃষি পুনর্বাসন হিসেবে ১৩৬ কোটি ৯৯ লাখ ৯৯ হাজার ৫৫১ টাকার সার ও বীজ সহায়তা দেবে সরকার। হাওরাঞ্চলের ৬টি এবং উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের ১৮টি জেলার কৃষকরা এই সহায়তা পাবেন। ইতোমধ্যে এ সহায়তার টাকা (৫নং পৃষ্ঠা ২য় কলাম)

কৃষির আধুনিক প্রযুক্তি গণমাধ্যমের সহায়তায় কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার আহ্বান

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

কৃষি মিডিয়াভিত্তিক ত্রৈমাসিক প্রান্তিক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. মোশারফ হোসেন

কৃষির আধুনিক প্রযুক্তি গণমাধ্যমের সহায়তায় কৃষকের দোরগোড়ায় সহজলভ্য করে পৌঁছে দেয়ার আহ্বান জানান কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) জনাব মো. মোশারফ হোসেন। তিনি ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকার কনফারেন্স রুমে কৃষি মিডিয়াভিত্তিক ত্রৈমাসিক প্রান্তিক সভা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, কৃষিতে গবেষণার মাধ্যমে পাওয়া প্রযুক্তি এবং দেশের নানা অঞ্চলে মাঠের সাথে সম্পৃক্ত কৃষকগণের কর্মের মধ্য দিয়ে পাওয়া প্রযুক্তি সময় মতো পৌঁছে দিতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, দিন দিন আমাদের জমি কমছে, তারপরও আমাদের খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে। এক ফসলি জমি হতে এখন চার ফসলি পর্যন্ত আবাদ হচ্ছে। সহজ সরল ভাষায় সব ধরনের শ্রোতা ও দর্শক উপযোগী ভাষা বা শব্দ ব্যবহার ও প্রযুক্তিভিত্তিক অধিক উৎপাদনবিষয়ক সমসাময়িক বিষয় বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারের আহ্বান জানান। তিনি বর্তমান সরকারের কৃষি উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ এবং সাফল্যগুলো তুলে ধরে সেগুলোকে টেকসই রূপ দিতে আরো সচেষ্ট থাকার পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ বেতারের কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের পরিচালক শাহনাজ বেগম বলেন, বেতার এখনও সবার কাছে জনপ্রিয় এবং বেশির ভাগ শ্রোতাদের কাছে পৌঁছানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বেতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সভায় উপস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মিডিয়া ফোকাল পয়েন্টবৃন্দ বলেন, আমাদের দেশে তথ্যভিত্তিক সম্প্রচার কার্যক্রমে একসাথে কোন একক মিডিয়া দিয়ে কৃষি তথ্য প্রযুক্তি কার্যকরভাবে বিস্তার ফলপ্রসূ হবে না। সে জন্য সম্ভাব্য সব মিডিয়াকে সম্মিলিত ও সমন্বিতভাবে কাজে লাগাতে হবে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের আগামী কার্তিক-পৌষ ১৪২৪ প্রান্তিকের কৃষি তথ্যপ্রযুক্তি যাচাই-বাছাই করে চূড়ান্ত করা হয়।

কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ ডক্টর মো. জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভা সঞ্চালনা করেন ফার্ম ব্রডকাস্টিং অফিসার মোহাম্মদ গোলাম মাওলা। সভায় প্রান্তিক সভার কার্যক্রম উপস্থাপন করেন উপপরিচালক (গণযোগাযোগ) মো. হারুন-আর-রশীদ এবং স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রধান তথ্য অফিসার মোহম্মদ আনোয়ার হোসেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আগামী ৩ মাসের জন্য বেতার ও টেলিভিশনের কৃষিভিত্তিক তথ্য প্রযুক্তি চূড়ান্ত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

সিলেট বিভাগীয় বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষমেলা ২০১৭ এর সমাপনী অনুষ্ঠান

-পংকজ কান্তি দেব, এআইসিও, কৃতসা, সিলেট

সিলেট বন বিভাগ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সিলেটের উদ্যোগে এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় গত ২৯ আগস্ট ২০১৭ তারিখে সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা মাঠে ২০ দিনব্যাপী বিভাগীয় বৃক্ষমেলা ২০১৭ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আসন অলংকৃত করেন ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মো. রাহাত আনোয়ার, জেলা প্রশাসক, সিলেট। বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন কৃষিবিদ জনাব মো. সালাহউদ্দিন, জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট; জনাব আর এস এম মুনিরুল ইসলাম, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট বন বিভাগ জনাব শহীদুল ইসলাম চৌধুরী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), সিলেট জনাব মো. মনিরুজ্জামান পুলিশ সুপার সিলেট।

প্রধান অতিথি বলেন, বৃক্ষ রোপণ করে কেউ ঠকে না, বৃক্ষ রোপণ করে সম্পদশালী হওয়া যায়। সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে অনেকেই ধনবান হয়েছেন। সরকার বৃক্ষরোপণে অবদানের জন্য জাতীয় পুরস্কার দিয়ে মানুষদের উৎসাহিত করছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে তিনি প্রত্যেককে একটি করে ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করার পরামর্শ দেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ জনাব মো. সালাহউদ্দিন ফল বলেন, আমাদের শরীরের পুষ্টির বাহক হিসেবে কাজ করে। প্রত্যেকের বাড়িতে কম বেশি ফলের গাছ আছে তবুও আমরা বাজার থেকে বিদেশী ফল ক্রয় করে থাকি। আমাদের ধারণা দেশি ফলের চেয়ে বিদেশি ফলের পুষ্টিমান বেশি। আসলে আমাদের এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে বিভিন্ন গবেষণায়। এই জেলার প্রত্যেক পরিবার যদি তাদের বাড়ির খালি জায়গায় আধুনিক নিয়মে ফলের চারা রোপণ করে ফলের চাষ করেন তবে তাদের নিজের পরিবারে পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে আর্থিকভাবে নিজে তথা দেশের উন্নতি হবে।

সভাপতির বক্তব্যে সিলেট জেলা প্রশাসক জনাব মো. রাহাত আনোয়ার বলেন, বৃক্ষ ছাড়া মানুষ বেঁচে থাকার কল্পনা করা যায় না। কাজেই জীবনের প্রয়োজনে প্রকৃতির সাথে আমাদের ভালো ব্যবহার করতে হবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব আর এস এম মুনিরুল ইসলাম, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট বন বিভাগ। প্রধান অতিথি সমাপণী অনুষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা/২০১৭ এর স্মারকগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন এবং মেলায় অংশগ্রহণকারী নার্সারি মালিকদের পুরস্কার বিতরণ করেন।

সিলেটে বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষমেলা সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট

কুমিল্লায় এনএটিপি-২ প্রকল্পের আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ মো. আসিফ ইকবাল, কৃতসা, কুমিল্লা

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-২ এর আয়োজনে অতিরিক্ত পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি কুমিল্লার প্রশিক্ষণ হলে দিনব্যাপী আঞ্চলিক অগ্রগতি মূল্যায়ন কর্মশালা ২০১৭-১৮ কুমিল্লা ও সিলেট অঞ্চল শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালা গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনএটিপি-২ প্রকল্পের পরিচালক ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব শাহ্ মোহাম্মদ নাসিম, এনডিসি। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিএইর সিলেট অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. আলতাবুর রহমান এবং এটিআই হোমনা, কুমিল্লার অধ্যক্ষ কৃষিবিদ কামাল উদ্দীন আহমদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিএই কুমিল্লা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ যুগল পদ দে।

কারিগরি সেশনে জেলা ওয়ারি পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড উপস্থাপনার মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম, সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়। এছাড়াও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মৌলিক, প্রায়োগিক ও মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে দেশের কৃষির উন্নয়নে এবং খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্প্রসারণবিদদের ভূয়সী প্রসংসা করেন। পাশাপাশি দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে একটি মডেল প্রতিষ্ঠান উল্লেখ করে তিনি এর জেলা, উপজেলা ও ব্লকপর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাজের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি এনএটিপি প্রকল্পকে একটি ফ্লাগশিপ প্রকল্প হিসেবে অভিহিত করে এই প্রকল্পের সহায়তাকে কজে লাগিয়ে দেশ, কৃষক ও কৃষির কল্যাণে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সব সংস্থাকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। কর্মশালা শেষে প্রধান অতিথি অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, খামারবাড়ি, কুমিল্লা প্রাঙ্গণে একটি ওপি-১ ডোয়ার্ফ জাতের নারিকেল চারা রোপণ করেন এবং কুমিল্লা হর্টিকালচার সেন্টার পরিদর্শন করেন। কর্মশালায় ডিএই, এটিআই, এসসিএ, ব্রি, বিএডিসি, বিনা, এআইএসের বিভিন্নপর্যায়ের কর্মকর্তারা অংশ নেন।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন এনএটিপি-২ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব শাহ্ মোহাম্মদ নাসিম, এনডিসি

কুড়িগ্রামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে রোপা আমন ধানের চারা বিতরণ

–পরিমল চন্দ্র সরকার, কৃতসা, রংপুর

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা প্রাঙ্গণে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ সকাল ১০টায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের মধ্যে রোপা আমন ধানের চারা বিতরণ করা হয়। ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. মো. আবু বক্কর সিদ্দিক সরকারের সভাপতিত্বে ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মো. শাহজাহান কবির। বিশেষ অতিথি

কুড়িগ্রামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের মধ্যে রোপা আমন ধানের চারা বিতরণ করছেন প্রধান অতিথি ব্রি মহাপরিচালক মো. শাহজাহান কবির

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুড়িগ্রাম কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. মকবুল হোসেন ও কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আমান উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু। নাবীতে রোপণ উপযোগী জাত যেমন- বিআর২২, ব্রিধান৪৬ এর চারা কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

প্রধান অতিথি মহাপরিচালক মো. শাহজাহান কবির বলেন, এ বছর বন্যায় কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ক্ষতি পুষিয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। বর্তমান সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা আর কৃষকের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় সব জমি আবার সবুজে ভরে উঠতে শুরু করেছে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুড়িগ্রাম জেলার উপপরিচালক বলেন, এসব চারা নাবীতে রোপণ করা হলেও উচ্চফলন দিতে সক্ষম। উল্লেখ থাকে যে, এবারের বন্যায় রংপুর এবং দিনাজপুর অঞ্চলে রোপা আমন ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। যা উত্তরণের জন্য ব্রি ইতোমধ্যে ১১০০ কেজি ব্রি ধান৩৪ এর বীজ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দিনাজপুরের মাধ্যমে কৃষকের মধ্যে চারা তৈরির জন্য বিতরণ করেছে। ব্রি রংপুর কার্যালয় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের জন্য প্রায় ২৫০ কেজি নাবী জাতের বিআর২২, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৪৬সহ অন্যান্য স্বল্প জীবনকালের জাতের চারা উৎপাদন করেছে যা আজ কুড়িগ্রামসহ রংপুর অঞ্চলের কৃষদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। নাবীতে চাষযোগ্য এ চারা দিয়ে প্রায় ১০০ বিঘা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জমিতে ধান রোপণ করা যাবে বলে বক্তারা উল্লেখ করেন।

রাজশাহীতে সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক মহোদয়ের মতবিনিময় সভা

–কৃষিবিদ মো. আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ রাজশাহী অঞ্চলের চার জেলা তথা রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে বন্যাপরবর্তীতে করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ মো. আব্দুল হান্নান।

অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) কৃষিবিদ জয়নাল আবেদীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ দেব দুলাল ঢালী, নাটোর জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ রফিকুল ইসলাম, নওগাঁ জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ মনোজিত কুমার মল্লিক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ মুঞ্জুরুল হুদা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার কৃষিবিদ মোঃ সিরাজুল ইসলাম এবং কল্যাণপুর হর্টিকালচার সেন্টারের উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. সাইফুর রহমান। (৫নং পৃষ্ঠা ২য় কলাম)

জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০১৭ এর উদ্বোধন

(১নং পৃষ্ঠার পর)

জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ঘোষণা করছে। এর আগে কোনো দিন এ কাজটি কেউ করেনি। তিনি বলেন, প্রতি বছর বিভিন্ন কারণে আমাদের ১০-১২ লাখ টন ফসল নষ্ট হচ্ছে। এটা আমাদের আমদানি করতে হয়। এ ফসল নষ্ট না হলে আমাদের আমদানি করতে হতো না। মন্ত্রী আরও বলেন, একটা ইঁদুর বছরে ১০-১২ কেজি খাবার নষ্ট করে এবং এদের বাচ্চা দেয়ার হারও বেশি। সমাজের মানুষরূপী ইঁদুরকে দমন করতে পারলে দেশের কৃষি উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে বলে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতামত ব্যক্ত করেন।

জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০১৭ এর প্রতিপাদ্য 'ইঁদুর দমন সফল করি, মাঠের ফসল গোলায় ভরি'। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে জানানো হয় ২০১৬ সালে ইঁদুরের আক্রমণ থেকে রক্ষাকৃত ফসলের পরিমাণ প্রায় ৮৯ হাজার টন। এ বছর নিধন করা হয়েছে এক কোটি ১৮ লাখ ৪৫ হাজার ৯০৪টি ইঁদুর। ২০১৫ সালে ইঁদুরের আক্রমণ থেকে রক্ষাকৃত ফসলের পরিমাণ প্রায় ৯৫ হাজার টন এবং ইঁদুর নিধন করা হয়েছে এক কোটি ২৫ লাখ ৮৫ হাজার ১৮১টি ইঁদুর।

জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০১৬ এর সফল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাঝে মাননীয় অতিথিবৃন্দ পুরস্কার বিতরণ করেন

পীরগঞ্জে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের মধ্যে আমনের চারা বিতরণ

(১নং পৃষ্ঠার পর)

থেকে ত্রাণ ও চারা বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি। অন্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ) মো. সিরাজুল হায়দার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. শাহ আলম, রংপুর জেলা প্রশাসক জনাব মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সোফিয়া খানম, পীরগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাডভোকেট. আজিজুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কাবিলপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম বকুল। প্রধান অতিথি ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন, সাম্প্রতিক বন্যায় পীরগঞ্জ উপজেলায় কাবিলপুর, চতরা ও টুকুরিয়া এ তিনটি ইউনিয়নে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে কাবিলপুর ইউনিয়নে। সব ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে ত্রাণ ও কৃষি পুনর্বাসন সহায়তাদানের আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেও দিনাজপুর, গাইবান্ধা ও বগুড়া জেলায় ত্রাণ ও কৃষি উপকরণ বিতরণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কোনো মানুষ না খেয়ে থাকবে না। বন্যায় আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে পীরগঞ্জে ৫০ টন চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। পীরগঞ্জে এ পর্যন্ত ১২ হাজার পরিবারকে খাদ্যসহায়তা দেয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সব ক্ষতিগ্রস্ত কষকের মধ্যে কৃষি উপকরণ সহায়তা দেয়া হবে। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১২০ জন কৃষকের মধ্যে প্রত্যেককে ১ বিঘা জমি রোপণের উপযোগী নাবী বিআর২২, বিআর২৩ ও নাইজারশাইল জাতের আমন ধানের চারা বিতরণ করেন।

কক্সবাজার জেলায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর মতবিনিময়

–আশরাফুল আলম কুতুবী, কৃতসা, কক্সবাজার

কক্সবাজার জেলায় কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী মহোদয় রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে সন্ধ্যায় হিলটপ সার্কিট হাউজ, কক্সবাজারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় সভায় আ, ক, ম শাহরীয়ার, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কক্সবাজার মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে জেলার আউশ, আমন, বোরো এবং বিভিন্ন শাকসবজির আবাদ ও উৎপাদনের বিষয়ে উপস্থাপন করেন। বর্তমানে কক্সবাজার জেলায় রাবার ড্যাম প্রযুক্তি ব্যবহারে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ১৮ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো ধান ও অন্যান্য শাকসবজি আবাদ হচ্ছে। উল্লেখ্য, বোরো মৌসুমে ৫৭ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো এবং ২০ হাজার হেক্টর জমিতে শীতকালীন শাকসবজি ও অন্যান্য রবি ফসল আবাদ হয়ে থাকে।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উপস্থিত কর্মকর্তাদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন। কক্সবাজার জেলায় গ্রীষ্মকালীন মুগ, খেসারি, ফেলন, ভুট্টা, যব, আউশ ফসলের চাষ সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল গাছ এবং বিটি বেগুন চাষের জন্যও পরামর্শ প্রদান করেন। এ ছাড়া বিএডিসি নেরিকা মিউটেন্ট (কুদরত) খরা সহিষ্ণু জাতের ধান আবাদ বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করার পরামর্শ প্রদান করেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আরও বলেন, ভূ-উপরিস্থ পানি কাজে লাগিয়ে চাষ করতে হবে। বিশেষ করে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে পাতকুয়ার পানি ব্যবহার করতে বলেন। মতবিনিময় সভায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ছাড়াও বিএডিসি, হর্টিকালচার সেন্টার, কৃষি গবেষণা এবং কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

টেকসই কৃষি উৎপাদনের জন্য চাই টেকসই কৃষি প্রযুক্তির

(৮নং পৃষ্ঠার পর)

কৃষিবিদ মোহাম্মদ আলী। এর আগে ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ মহাপরিচালক মহোদয় উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, সমুদ্র বন্দর, চট্টগ্রামের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ ছাড়াও তিনি চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে কৃষিজাত পণ্য আমদানি ও রপ্তানির সময় কমিয়ে আনার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবার সাথে করণীয় বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন কৃষিবিদ মো. গোলাম মারুফ, মহাপরিচালক, ডিএই

রাজশাহীতে সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক মহোদয়ের মতবিনিময় সভা

কৃতসা, রাজশাহী

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ মো. আব্দুল হান্নান

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি চলমান কৃষি মৌসুমের ওপর বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বন্যাপরবর্তী ফসল রক্ষা এবং আগাম রবি ফসল চাষের বিভিন্ন দিক নিয়েও বিশদ আলোচনা করেন। বক্তব্যকালে প্রধান অতিথি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশ অত্যন্ত ঝুঁকিতে রয়েছে। তবে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের বিভিন্ন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পদক্ষেপের কারণেই বাংলাদেশের কৃষিতে অনেক সাফল্য এসেছে। তিনি বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ এবং ভিশন-২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান। পরিশেষে তিনি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিষ্ঠার সাথে চাষিদের সর্ব প্রকার সহযোগিতা প্রদান করার আহ্বান জানান। এ ছাড়াও তিনি জমিতে পার্চিং ব্যবহার, জৈবসারের ব্যবহার, কৃষি যান্ত্রিকীকরণসহ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, কৃষি তথ্য সার্ভিস, সড়ক ও জনপথ, আইএফএমসি প্রকল্প, হর্টিকালচার সেন্টারে কর্মরত বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারের প্রায় ১০০ জন বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

রাঙ্গামাটিতে বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

-কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকার হর্টিকালচার উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ মো: কুদরত-ই-গনী

রাঙ্গামাটিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের 'বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প' এর আওতায় দিনব্যাপী আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় গত ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে। কর্মশালায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ প্রণব ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকার হর্টিকালচার উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ মো: কুদরত-ই-গনী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. মেহেদী মাসুদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বনরুপা হর্টিকালচার সেন্টারের উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুল জব্বার। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ ডঃ মো. মেহেদী মাসুদ। বিশেষজ্ঞ বক্তব্য রাখেন প্রকল্পের কনসালট্যান্ট (হিল হর্টিকালচার) এস এম কামরুজ্জামান এবং টেকনিক্যাল পেপার উপস্থাপন করেন ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট (হর্টিকালচার) কৃষিবিদ এম. এনামুল হক। প্রধান অতিথি কৃষিবিদ মো. কুদরত-ই-গনী বলেন বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প দেশের ক্রমবর্ধমান বসতবাড়িতে বিভিন্ন দেশী -বিদেশী ফল বাগান স্থাপনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। মাঠপর্যায়ে কৃষকের কাছে সঠিক জাত পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনি হর্টিকালচার সেন্টারের মাতৃবাগানের পরিচর্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভাপতির বক্তব্যে কৃষিবিদ প্রণব ভট্টাচার্য বলেন বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে এলাকায় দিন দিন ফলের বাগান বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি ফল বাগান স্থাপনে প্রজাতি ও জাতভেদে গাছ থেকে গাছের উপযুক্ত দূরত্ব বজায় রাখতে এবং ফল বাগানের নিয়মিত পরিচর্যার ওপর জোর দেন। কর্মশালায় রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের সম্প্রসারণকর্মী, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী, কৃষক-কৃষাণী ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য সরকারের কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান

(১নং পৃষ্ঠার পর)

অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ছাড় করা হয়েছে। ৩ অক্টোবর ২০১৭ মঙ্গলবার বাংলাদেশ সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এ কথা জানান। মন্ত্রী বলেন, সরকারের এ সহায়তা ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে, আগামী বোরো উৎপাদন বাড়াতে, বোরো আবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে, ক্ষতির ঝুঁকি কমিয়ে কৃষকদের দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম করে তুলতে এবং সমসাময়িক পতিত জমি আবাদের আওতায় এনে শস্যের নিবিড়তা বাড়াতে সাহায্য করবে।

তিনি বলেন, হাওরাঞ্চলের সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলায় পাহাড়ি ঢল ও আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পুনর্বাসনে বরাদ্দ থাকছে ১১৭ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ বোরো মৌসুমে এসব জেলার ৬ লাখ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার, বোরো ধানের বীজ, ডিএপি, এমওপি সার দেয়া হবে। এ ছাড়া প্রত্যেক কৃষককে নগদ দেয়া হবে ১ হাজার টাকা। আর নওগা, কুড়িগ্রাম, জামালপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, রংপুর, নাটোর, নীলফামারী, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, শেরপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এক লাখ ৭৬ হাজার ২০২ জন কৃষক পাবে ১৯ কোটি ৯৯ লাখ ৯৯ হাজার ৫৫১ টাকার গম, ভুট্টা, সরিষা, চিনাবাদাম, খেসারি ও বোরো ধান চাষের জন্য বীজ, ডিএপি ও এমওপি সার এবং শাকসবজির বীজ। এই সহায়তা নিয়ে হাওরাঞ্চলের ছয় জেলায় ছয় লাখ বিঘা জমিতে চাষাবাদ হবে এবং প্রতি হেক্টর জমিতে ৪.০৪৮ টন হিসেবে তিন লাখ ২৪ হাজার ৪৯৫ টন চাল উৎপাদিত হবে। প্রতি টন চালের বিক্রয়মূল্য ৪০ হাজার টাকা ধরে এক হাজার ২৯৭ কোটি ৯৮ লাখ টাকার চাল উৎপাদন সম্ভব হবে, এতে ব্যয়ের অনুপাতে আয় হবে ১১ গুণ। সেজন্য সরকারের প্রতি ১ টাকা ব্যয়ের বিপরীতে ১১ দশমিক ৯ টাকা আয় করা যাবে বলে মাননীয় মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জানান, সরকারি সহায়তা নিয়ে দুই হাজার ৫৩৮ হেক্টর জমিতে আট হাজার ৪২৭ টন গম উৎপাদন করে ২৫ কোটি ২৭ লাখ ৮৪ হাজার টাকা আয় হবে। দুই হাজার ৪০৫ হেক্টর জমিতে ২০ হাজার ৯৭০ টন ভুট্টা উৎপাদন করে ৪১ কোটি ৯৪ লাখ সাত হাজার ৩০০ টাকা আয় হবে। ছয় হাজার ৭৮৭ হেক্টর জমিতে আট হাজার ৬৮৮ টন সরিষা উৎপাদন সম্ভব হবে। এতে আয় হবে ৫২ কোটি ১২ লাখ ৬৫ হাজার ৫০০ টাকা। আর ২৬৭ হেক্টর জমিতে ৪২২ টন চিনাবাদাম উৎপাদন করে চার কোটি ২২ লাখ ১৮ হাজার ৬০০ টাকা আয় হবে। ৫৮৭ হেক্টর জমিতে ৬৬৬ টন খেসারি উৎপাদন সম্ভব হবে। এতে আয় হবে চার কোটি ৯৯ লাখ ৫২ হাজার ৯০০ টাকা। ১০ হাজার ৯৫৬ হেক্টর জমিতে ৪৪ হাজার ৩৫৮ টন বোরো ধান উৎপাদন করে ১৭৭ কোটি ৪৩ লাখ ৪৭ হাজার ২০০ টাকা আয় হবে। আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ ছাড়াও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মেলান্দহে বিনামূল্যে রোপা আমন ধানের চারা বিতরণ

মো. জাহাঙ্গীর আলী খান, আঞ্চলিক অফিস, ময়মনসিংহ

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ করছেন আশ্রাফ উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের মধ্যে গত ২৯/০৮/২০১৭ খ্রি. বিনামূল্যে নাবী জাতের রোপা আমন ধানের চারা বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষে ওই দিন সকাল ১১.০০টায় মেলান্দহ উপজেলা পরিষদ হলরুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আশ্রাফ উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব এবং মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ এ কে এম হাবিবুর রহমান চান চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ মেলান্দহ আবু হানিফ উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ডিএই, জামালপুর জন কেনেডি জামবির উপজেলা নির্বাহী অফিসার মেলান্দহ প্রমুখ। জামালপুরের জেলা প্রশাসক আহমেদ কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ মো. মাহফুজুল ইসলাম, উপজেলা কৃষি অফিসার মেলান্দহ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বলেন, এ সরকার কৃষিবান্ধব সরকার। চাষিরা যাতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জমিগুলো পতিত না রেখে সময়োপযোগী ফসল আবাদ করে তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারে সেজন্য সরকার সার্বিক সহযোগিতা করবেন বলে তিনি আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠান শেষে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের মধ্যে বিনামূল্যে রোপা আমন ধানের চারা ও বীজ বিতরণ করা হয়।

সিলেটে সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের আওতায় আঞ্চলিক পরিকল্পনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

– কৃষিবিদ মোহাইমিনুর রশিদ, কৃতসা, সিলেট

০৭/০৯/২০১৭ তারিখে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের আওতায় আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল, সিলেটের সম্মেলন কক্ষে দিনব্যাপী আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো. আলতাবুর রহমান অতিরিক্ত পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সিলেট অঞ্চল

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষিবিদ মো. আলতাবুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই সিলেট। ওই আঞ্চলিক কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ মো. জাহেদুল হক উপপরিচালক ডিএই সুনামগঞ্জ।

কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য ও প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাদি উপস্থাপন করেন কৃষিবিদ মহাম্মদ মাইদুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প। এরপর কারিগরি সেশনে প্রকল্পভুক্ত জেলার উপস্থাপন শুরু হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন জেলার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা স্ব স্ব জেলার কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। কারিগরি সেশনের পরে উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে কৃষক, সম্প্রসারণ কর্মী, বিজ্ঞানী প্রমুখ অংশ নেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত পরিচালক মহোদয় বলেন, শস্য খাদ্যে আজ আমরা পরিপূর্ণ। তবে পুষ্টিমানে এখনো পিছিয়ে আছি। সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা আনয়ন সম্ভব। প্রকল্পটির সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিষ্ঠার সাথে কাজ করার অনুরোধ করেন। পরিশেষে সভাপতির বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে আঞ্চলিক কর্মশালার সমাপ্তি হয়। আঞ্চলিক কর্মশালার সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন কৃষিবিদ মোহাইমিনুর রশিদ, আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, সিলেট।

রাজশাহীতে কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক মহোদয়ের কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) পরিদর্শন

– কৃষিবিদ মো. আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক ডক্টর মো. জাহাঙ্গীর আলম রাজশাহীর পবায় এআইসিসি ক্লাব পরিদর্শন করেন

গত ২২ সেপ্টেম্বর/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ রাজশাহীতে কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ ডক্টর মো. জাহাঙ্গীর আলম রাজশাহী জেলার পবা উপজেলায় অবস্থিত আলিমগঞ্জ কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

পরিচালক মহোদয় ক্লাব পরিদর্শন শেষে সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। পরিচালক মহোদয় এআইসিসি তৈরির উদ্দেশ্য এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচলনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরিচালক মহোদয় সব সদস্যের সাথে আলোচনা করে এআইসিসির সব কার্যক্রমের ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এআইসিসির কার্যক্রমকে আরো গতিশীল এবং যুপোযোগী করে তুলতে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও কৃষি তথ্য সার্ভিসের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। তিনি চলমান কার্যক্রমকে আরো সুন্দর ও সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। সদস্যদের মাসিক চাঁদা সময়মতো সংগ্রহ ও সেগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহার আরো সুন্দরভাবে পরিচালনা এবং প্রদত্ত মালামালগুলো সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার ও সংরক্ষণ করার জন্য তিনি বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। এআইসিসির সব সুযোগ সুবিধাগুলো নিজেদের এবং আশপাশের গ্রামের সব কৃষকের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান। এছাড়াও তিনি এআইসিসি এবং এলাকার ডিজিটাল সেন্টারের (ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র) সাথে সেতুবন্ধন তৈরি করে সব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান ক্লাব সদস্যরা এআইসিসির মাধ্যমে অত্র গ্রামের কৃষিতে যে পরিবর্তন হচ্ছে তা উল্লেখ করেন । সদস্যরা পরিচালক মহোদয়কে জানান, বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণের জন্য এ ধরনের ক্লাব প্রতিটি গ্রামে স্থাপিত হলে কৃষিতে আরোও অভূতপূর্ব সাফল্য আসবে ।

পুষ্টি কর্নার ঃ ডেউয়া

সংকলন- কৃষিবিদ মোহাম্মদ মারুফ, কৃতসা, ঢাকা

ডেউয়া একটি ভিটামিন 'সি' ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ ফল। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম ডেউয়াতে মোট খনিজ পদার্থ ০.৮ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৬৬ কিলোক্যালরি, আমিষ ০.৭ গ্রাম, শর্করা ১৩.৩ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৫০ মিলিগ্রাম, লৌহ ০.৫ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি১ ০.০২ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.১৫ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন 'সি' ১৩৫ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। পাকা ডেউয়া পিত্তবিকারে ও যকৃতের পীড়ায় হিতকারী, ছালের গুঁড়া চামড়ার রুক্ষতায় এবং ব্রণের দূষিত পুঁজ বের করার জন্য হিতকর। আমাদের দেশে ডেউয়ার অনুমোদিত কোনো জাত নেই। গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে ডেউয়ার আবাদ হয়। সাধারণত মরিচ লবণ দিয়ে ভর্তা বানিয়ে ডেউয়া খাওয়া হয়। মুখের রুচি বাড়াতে পাকা ডেউয়ার ব্যবহার বহু দিনের।

খাগড়াছড়িতে সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

কৃষিবিদ কৃষ্ণ প্রসাদ মল্লিকের নেতৃত্বে রাঙ্গামাটি জেলার সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় মাল্টা বাগান পরিদর্শনে কৃষক-কৃষাণীরা

সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার আয়োজনে গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রদর্শনীভুক্ত কৃষকদের নিয়ে এক উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপপরিচালক ও সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট অফিসার কৃষিবিদ কৃষ্ণ প্রসাদ মল্লিকের নেতৃত্বে রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলার কৃষক-কৃষাণী উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় কৃষকরা খাগড়াছড়ি জেলা সদরে অবস্থিত পাহাড়ি কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কৃষি বিষয়ক গবেষণা ও সার্বিক কার্যক্রম সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করেন।

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (NATA)

সংকলন- কৃষিবিদ মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, কৃতসা, ঢাকা

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর হওয়ায় এবং এ দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবন-জীবিকা কৃষির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি আধুনিক আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরি ও অত্যাবশ্যক। এ কারণে জাপান সরকার (JICA) এর সহযোগিতায় ১৯৭৫ সালে গাজীপুরে ৪৯ একর জমির উপর কেন্দ্রীয় সম্প্রসারণ সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (সার্ডি) (Central Extension Resource Development institute–CERDI) প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সার্ডির কাঠামো এবং সুযোগ-সুবিধা সীমিত ছিল বিধায় প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখার মতো পরিসর সৃষ্টি হয়নি। এ অবস্থা নিরসন কল্পে সার্ডিকে বিলুপ্ত করে ০৩ এপ্রিল ২০১৩ তারিখ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (National Agricultural Training Academy-NATA) (নাটা) গঠন করা হয় এবং জুলাই ২০১৪ তারিখ থেকে এর কার্যক্রম শুরু হয়। এ একাডেমি কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন ১৬টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মকর্তা, গবেষক, সম্প্রসারণকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

- নাটা বিগত ২০০৯-১০ হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত ৪৪৬১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন ১৬টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ১ম শ্রেণীর/ সমমানের ৩৬০ জন কর্মকর্তাদের আধুনিক ও টেকসই কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন করেছে এবং আগামী জুন ২০১৬ মধ্যে আরো ৯০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে। একাডেমি ইতোমধ্যে ৩৮ জন বিভিন্ন ক্যাডারের বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের ৬ মাসব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছে এবং আগামী জুন ২০১৬ এর মধ্যে আরো ৩৪ জন বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের ৬ মাসব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করবে;
- একাডেমি কোর্স মডিউল তৈরির জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন ১৬টি প্রতিষ্ঠানের বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ইতোমধ্যে ১টি ওয়ার্কশপ করেছে এবং আগামী জুন ২০১৬ মধ্যে আরো ২টি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হবে;
- নাটা প্রশিক্ষণ সুবিধাদি বৃদ্ধি জন্য বিগত ৭ বছরে একটি আধুনিক কম্পিউটার কাম ল্যাংগোয়েজ ল্যাব (৫১ টি কম্পিউটার সম্বলিত) স্থাপন, ২১টি কম্পিউটার ও ৪টি ল্যাপটপ ক্রয়, ইন্টারনেট সংযোগ, ল্যান সেটআপ এবং ওয়েবপোর্টালে অন্তর্ভুক্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে;
- একাডেমির ভৌত সুবিধাদি বৃদ্ধির জন্য নাটার কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচির আওতায় ৩টি ক্লাস রুম, ৪টি ডরমেটরি, ও ক্যাফেটেরিয়া মেরামত ও সংরক্ষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

ছাতকে ফলদ বৃক্ষমেলা ২০১৭ অনুষ্ঠিত

–পংকজ কান্তি দেব, এআইসিও, কৃতসা, সিলেট

সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে গত ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭খ্রি: রোজ শনিবার ছাতক উপজেলা পরিষদ চত্বরে তিন দিনব্যাপী ফলদ বৃক্ষমেলা/ ২০১৭ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা ও সেমিনারে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন জনাব মুহিবুর রহমান মানিক, মাননীয় সংসদ সদস্য, সুনামগঞ্জ-৫। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব সাবিনা ইয়াসমিন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত), ছাতক, সুনামগঞ্জ।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ জনাব কে এম বদরুল হক, উপজেলা কৃষি অফিসার, ছাতক, সুনামগঞ্জ। স্বাগত বক্তব্যে তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা মোতাবেক প্রত্যেকের বসতবাড়ির আশপাশে ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের একটি করে মোট তিনটি করে চারা রোপণের আহ্বান জানান। বজ্রপাত থেকে রক্ষা পেতে প্রত্যেক বাড়িতে অন্তত একটি করে তালের চারা রোপণের অনুরোধ করেন।

ফলদ বৃক্ষ মেলার আলোচনা সভা ও সেমিনারে প্রধান অতিথি বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আবাসযোগ্য বাংলাদেশ রেখে যেতে প্রত্যেকেই পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছ লাগানো নৈতিক দায়িত্ব। বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রী প্রতি বছর এক কোটি গাছের চারা রোপণের উদ্যোগ নিয়েছেন। পরিবারে প্রয়োজনে প্রত্যেক বাড়িতেই ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করে ফরমালিনমুক্ত ফল থেকে সদস্যদের সুরক্ষা করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া সম্ভব। চারা শুধু রোপণ করলেই হবে না এগুলোর সঠিক পরিচর্যা করা সবচেয়ে জরুরি বলে তিনি মনে করেন। প্রধান অতিথি মহোদয় সফল কৃষক, মুক্তিযোদ্ধা ও বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ফলদ বৃক্ষের চারা বিতরণ করেন। আলোচনা সভা শেষে প্রধান অতিথি মহোদয় উপজেলা পরিষদ চত্বরে ফলদ বৃক্ষমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

সুনামগঞ্জের ছাতকে ফলদ বৃক্ষমেলা ২০১৭ উদ্বোধন করেন জনাব মুহিবুর রহমান মানিক, এমপি

নওগাঁয় বন্যাপরবর্তী কৃষি পুনর্বাসন শীর্ষক মতবিনিময় সভা

–মো. আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

গত ২৭ আগস্ট/২০১৭ নওগাঁ জেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে নওগাঁ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে নওগাঁ জেলায় সাম্প্রতিক বন্যাপরবর্তী কৃষি পুনর্বাসন সম্পর্কে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নওগাঁর জেলা প্রশাসক ড. মো: আমিনুর রহমানের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: আব্দুল মালেক এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব

নওগাঁয় কৃষি পুনর্বাসন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: আব্দুল মালেক, এমপি

মো. মোশারফ হোসেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ জনাব মো. গোলাম মারুফ ও নওগাঁ জেলার পুলিশ সুপার জনাব মো. ইকবাল হোসেন।

মতবিনিময় সভার শুরুতেই নওগাঁ জেলার বন্যার সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন, নওগাঁ জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ জনাব মনোজিত কুমার মল্লিক। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় সংসদ সদস্য বলেন, বন্যায় যেসব বাঁধ ভেঙে গেছে তা সরকার স্থায়ীভাবে সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আগাম রবি ফসলের ওপর জোর দেন। বিশেষ করে ভূট্টা, গম এবং সরিষা ফসলের ওপর বেশি জোর প্রদান করেন। তিনি আরোও বলেন কৃষক যাতে রবি মৌসুমে কোন ধরনের কৃষি উপকরণজনিত সমস্যায় না পড়ে তার দিকে সরকার খেয়াল রাখবে। তিনি বীজের সংকট কালীন সময়ে কেউ যেন অসাধু পন্থায় জাতের মিশ্রণ ঘটাতে না পারে সে দিকে খেয়াল রাখার জন্য পরামর্শ দেন।

টেকসই কৃষি উৎপাদনের জন্য চাই টেকসই কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ

–মহাপরিচালক, ডিএই, কৃতসা, চট্টগ্রাম

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. গোলাম মারুফ বলেছেন, টেকসই কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন টেকসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ। স্থানীয় কৃষি ঐতিহ্যের সাথে মিল রেখে টেকসই প্রযুক্তির সফল সম্প্রসারণ করতে হবে। পরিবর্তিত জলবায়ু পরিস্থিতির বিরূপ প্রতিক্রিয়া মাথায় রেখে দুর্যোগ পরবর্তী ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা স্বাভাবিক করার জন্য সবার সাথে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে।

কৃষিবিদ মো. গোলাম মারুফ, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ শনিবার চট্টগ্রামের আগ্রাবাদের খামারবাড়ি চত্বরে অনুষ্ঠিত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম অঞ্চলের জেলা, উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। এছাড়াও তিনি উপস্থিত কর্মকর্তাদের কাছ থেকে মাঠপর্যায়ের কারিগরি ও প্রশাসনিক বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবগত হয়ে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। বিশেষ করে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে প্রশাসনিক তদারকী ও কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষভাবে নজর দেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ডিএই চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো. মহসিন পরিচালক উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই। ডিএই চট্টগ্রাম জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. আমিনুল হক চৌধুরীর সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর আরএসসিও (৪নং পৃষ্ঠার ২য় কলামে)

সম্পাদক : কৃষিবিদ ডক্টর. মো. জাহাঙ্গীর আলম, সমন্বয়ক: কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ, কম্পিউটার গ্রাফিক্স: মো: ছগির হোসেন,
কম্পিউটার কম্পোজ: মনোয়ারা খাতুন কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) মো. নুর ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত